দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 02 AUG 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পুরান স্কুল নতুন সংকট

কিছু কিছু পুরান স্কুলে নতুন সংকট দেখা দিয়েছে নতুন শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে। নতুন শিক্ষক নিযুক্ত হলে'ই সরকারী ইকনোমিক বেনিফিট বা অনুদান পাওয়া যাবে এর কোন নিশ্চয়তা নাই। আবার প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিযুক্ত না হলে স্কুলের অনুমোদন দেয়া হবে না এ সতর্ক বাণীও আছে বোর্ডের পক্ষ থেকে।

এ সংকটের উৎস সাবেক আমলের একটি সিদ্ধান্ত। তখন নিয়ম করা হয়েছিল যে প্রেসিডেন্টের সম্মতি ছাড়া কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন পেতে হলে তাদের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে তারা কোনদিন সরকারী সাহায্য বা অনুদান প্রার্থী হবে না। এই আইনের ফলে দেশে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতির প্রতীক্ষায় আছে। অনেক দেন দরবারের পরে কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি পেলেও আর্থিক অনুদান পাচ্ছে না। সকল আবেদনই কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন আছে।

সাবেক আমলের এই নতুন নীতি ভিন্ন সংকট সৃষ্টি করেছে পুরাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এ সকল প্রতিষ্ঠান সরকারী অনুদান পাচ্ছে। শিক্ষকদের শূন্য পদে নতুন শিক্ষক নিয়োগ করলে পুরান শিক্ষকের বরাদ্দের ভিত্তিতে নতুন শিক্ষক সরকারী অনুদান পাচ্ছে।

কিন্তু সংকট দেখা দিয়েছে নতুন শিক্ষকের পদ সৃষ্টি নিয়ে। দেশের অনেক স্কুলেই নানা সংকটের জন্য এককালে সকল বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ সম্ভব হয় না। বাধ্য হয়ে একজন শিক্ষকেই একাধিক বিষয়ের ক্লাস নিতে হয়। এ ব্যবস্থা যেমন সঠিক নয়, আবার বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে একান্তই কঠিন। তারা সকল বিষয়ের জন্য শিক্ষক নিযুক্তির ব্যাপারে খুবই কড়া ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাদের সাফ কথা হচ্ছে–সকল বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগের শর্ত পূরণ না হলে বোর্ডের অনুমোদন নবায়ন হবে না।

বোর্ডের এই শর্ত সম্পর্কে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ নিয়েও কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু এ নতুন শিক্ষকের বেতন দেবে কে? আজকাল সারাদেশে অধিকাংশ স্কুলে তেমন ছাত্র বেতন আদায় হয় না। শিক্ষকদের মুখ্যত সরকারী অনুদানের উপর নির্ভর করতে হয়। নতুন শিক্ষকদের দেনা–পাওনার প্রশ্নেও একই কথা প্রযোজ্য। অথচ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে এখনো কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। কর্তৃপক্ষের কথা হচ্ছে শূন্য পদে নিযুক্ত শিক্ষকেরা অর্থনৈতিক সুবিধা পাবে। কিন্তু নতুন শিক্ষকদের অনুদান দেবার প্রশ্নে এখনো কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। ফলে সারাদেশে অসংখ্য বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন শিক্ষক নিযুক্ত হলেও তারা সরকারী অনুদান পাচ্ছে না। প্রায় বিনা বেতনেই তাদের শিক্ষকতা করতে হচ্ছে।

যতদূর জানা গেছে, এ প্রশ্নটি নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ দেন–দরবার ও বিবেচনা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আশা দিচ্ছেন। অথচ আশা পূরণ হচ্ছে না। উভয় সংকটে পরেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। নতুন শিক্ষক নিয়োগ না করলে এদের অনুমোদন বাতিল হবে। আর নতুন শিক্ষক নিয়োগ করলে প্রায় বিনা বেতনেই তাদের শিক্ষকতা করতে হবে। এ সংকট সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে ওয়াকিফহাল। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা করছি।